রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৫০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০১৭

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮১৭—৮২৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮২৩—১৮৪১	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৭—২৬৩	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৩৩—১৯৬০	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং আর-৬/৪ডি-০৮/২০০৮-৩০৯—জনাব শম্ভুনাথ কর্মকার, সাব-রেজিস্ট্রার, সদর, জয়পুরহাট (সাময়িক রবখাস্তকৃত)-কে স্পেশাল জজ, বগুড়া এর দায়েরকৃত স্পেশাল মামলা নং-০১/২০১৭ এর বিগত ০৮-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের রায়ে দঃবিঃ ১৬১/১৬৫(ক) এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ ২নং আইনের ৫(২) ধারায় আনীত অভিযোগ রক্ষণীয় ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ না হওয়ায় নির্দোষ গণ্যে খালাস প্রদান করায় তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক বিগত ১৫-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকার সময়টি কর্তব্যরতকাল হিসাবে গণ্য করে বিধি মোতাবেক অবসরজনিত সুবিধাসহ যাবতীয় পাওনাদি প্রাপ্য হবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

আদেশাবলি

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/১৭ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৩৬/২০১৭-৪৯৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া, পিতা-জনাব আব্দুল মান্নান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৩৩/২০১৭-৫০৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রুবিনা আখতার, পিতা-জনাব মোঃ রওশন আলী-কে, সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ: ০৭ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/২২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২২.১২-২৮৭—যেহেতু, জনাব অগ্রজ কুমার রায়, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাগেরহাট (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ভোলা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) মোতবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ২য় কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি বা অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব অগ্রজ কুমার রায়, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাগেরহাট (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ভোলা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৫.১৭-২৮৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আতাউর রহমান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইদহ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩ (বি) অনুযায়ী অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে মামলা চলার মত দালিলিক কোন প্রমাণাদি না থাকায় তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আতাউর রহমান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইদহ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৪.০১৪.১৭-২৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তার ১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা-এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তার ১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো। এ সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের সমুদয় বকেয়া প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৩.১৩-২৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, ভোলা (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ২য় কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(বি) মোতাবেক ১ (এক) টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট (পরবর্তী ধাপের ০১ টি বেতন বৃদ্ধি) পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদর, ভোলা (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(বি) মোতাবেক ১ (এক) টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট (পরবর্তী ধাপের ১ টি বেতন বৃদ্ধি) পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি ভবিষ্যতে স্থগিত বেতন বৃদ্ধির কোন অংশ বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখাঃ কারিগরি-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৫ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫১.০৪.০০২.২০১৭-১০১৯—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন গোপালগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের (বর্তমানে রাজবাড়ী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ কর্মরত) এর অধ্যক্ষ জনাব নুর উদ্দিন আহমেদ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকালে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে অবহেলা, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগের অভাবে সরকারি অর্থ ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি ও অপচয়ের অভিযোগে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৮.০১৪.২০১৬-৪৪৪ নং স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি বিগত ১২-০৬-২০১৭ তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন।

২। অত:পর গত ০৬-০৮-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষের বক্তব্য, জনাব নুর উদ্দিন আহমেদ এর দাখিলকৃত লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি পর্যালোচনায় তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট তদন্ত বোর্ড তদন্তপূর্বক গত ২৬-০৯-২০১৭ তারিখে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৩। তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব নুর উদ্দিন আহমেদ বর্তমান কর্মরত প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং তার অতীতের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যাহোক, জনাব নুর উদ্দিন আহমেদ যেহেতু বর্তমান কর্মস্থলে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন তাই তাঁকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানে সার্বিক উন্নয়নে আরও নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বর্ণিত বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় গোপালগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের (বর্তমানে রাজবাড়ী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ কর্মরত) এর অধ্যক্ষ জনাব নুর উদ্দিন আহমেদকে ভবিষ্যতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদানপূর্বক তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলমগীর
সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
দপ্তর ও সংস্থা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৪ বঃ/১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৪৯.০০২.০০৪.০০.০০.২১৩.২০১৪(অংশ-১)-৩৭৮—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রাক্তন ভারপ্রপ্ত অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী (বিআইএমটি), সিরাজগঞ্জ, (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত); সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর বিআইএমটি, নারায়ণগঞ্জে কর্মরত থাকাকালীন স্টেপ প্রকল্পের যাবতীয় নথিপত্র ও মালামাল তালাবদ্ধ রেখে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে না দিয়ে গত ০১-১১-২০০৯ হতে ০৯-১২-২০০৯ এবং ১৫-১২-২০০৯ হতে ০৯-০১-২০১০ এবং ২১-০৫-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১০ পর্যন্ত মোট ২২৫ দিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেছেন;

যেহেতু, আপনি বিআইএমইটি নারায়ণগঞ্জে কর্মরত থাকাকালীন ডব্লিউ-৪ (Repair of Civil Works) এর মাধ্যমে ২,৯৬,৮০০.০০ (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত) টাকা, জিডি-০৮ (Repair Works of Machinaries) এর মাধ্যমে ১,৮৮,০০০.০০ (এক লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা, জিডি-১০ (Air Cooler) এর মাধ্যমে ২,৩৫,৫৬০.০০ (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা এবং জিডি-১১ (Up grading) এর মাধ্যমে ২,৯৬,৪০০.০০ (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত) টাকাসহ সর্বমোট ১০,১৬,৭৬০.০০ (দশ লক্ষ ষোল হাজার সাতশত ষাট) টাকা আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন;

যেহেতু, আপনি সেনা সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত থাকাকালীন জনাব মোঃ আবুল হোসেন টিডি-৬২১, স্টোরম্যান, ঢাকা সেনানিবাস এর নিকট হতে তাঁর ভাতিজাকে বিদেশ পাঠানোর নামে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেছেন; এবং যেহেতু, ঢাকা সেনানিবাসে সেনা সদরে সহকারী পরিদর্শক গ্রেড-২ এ চাকুরীরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে চাকুরী হতে বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি অসৎ উদ্দেশ্যে গোপন রেখে ও প্রতারণার মাধ্যমে বিআইএমটিতে সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে চাকুরীতে যোগদান করেছেন। সে কারণে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুসারে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের গত ১১-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৯.০০২.০০৪.০০.০০.২১৩.২০১৪(অংশ-১)-৮২৯ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ (অভিযোগ বিবরণীসহ) রেজিস্ট্রার্ড উইথ এডি যোগে তার স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী জনাব ফেরদৌসী আখতার, উপসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে আলোচ্য মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৪-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) ধারা অনুসারে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড প্রদানের প্রক্রিয়া গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৬) ধারা অনুযায়ী আপনাকে কেন উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তাঁর ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ গত ০২-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। আপনি বাড়িতে না থাকায় ও মোবাইল সংবাদে যোগাযোদ করা সম্ভব না হওয়ায় ডাকবিভাগ তা খামে উল্লেখপূর্বক পত্রটি ফেরত প্রদান করে।

যেহেতু, ডাকবিভাগ হতে ফেরতকৃত আপনার ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশটি গত ২৯-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে আপনি ২য় কারণ দর্শনোর জবাব প্রদান করেন। আপনার জবাব পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জবাবটি পূর্বে প্রদত্ত জবাবেরই পুনরাবৃত্তি যা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, আপনার ২য় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬নং রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক ১ম ও ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের উপর গুরুদণ্ড আরোপের পূর্বে 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন' এর পরামর্শ গ্রহণের বিধান অনুযায়ী 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়' এর মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গুরুদণ্ডের প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী গুরুদণ্ডসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয় চাকুরী হতে বরখাস্তকরণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক পুনরায় 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়'কে অনুরোধ করা হলে কমিশন কর্তৃক নিম্নরূপ মতামত/ পরামর্শ প্রদান করা হয় :

"মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব কমিশন সমীপে উপস্থাপন করা হলে প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র পরীক্ষান্তে জনাব মোঃ নজিবুর রহমানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৪(৩) অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কমিশন একমত পোষণ করছে"।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী আপনাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) এর গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী, সিরাজগঞ্জ, (বর্তমানে সাময়িক রবখাস্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতি এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

আদেশ জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.০৭.০১২.১৪-৯২৫—কানাডাস্থ Bombardier Inc. কর্তৃক Government to Government (G to G) পদ্ধতিতে ৩টি Dash 8-Q400 NG উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য Negotiation করার লক্ষ্যে গত ২৫-০৫-২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের নং-৩০.০০.০০০০.০১৭.০৭.০১২.১৪-৪৩৫ সংখ্যক স্মারকমূলে গঠিত কমিটি সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	কমিটিতে পদবি
(১)	জানব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্মসচিব (বিমান)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	জনাব মোঃ মইনুল কবির, যুগ্মসচিব	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(৩)	জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক, উপসচিব	অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি (এক বা একাধিক)	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	সদস্য

২। **কার্যপরিধি :**

(ক) কমিটি উড়োজাহাজ ৩ টির গুণগতমান বজায় রেখে মূল্য হ্রাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করবে;

(খ) উড়োজাহাজ নির্মাতা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উড়োজাহাজের দর, মূল্য বৃদ্ধির হার (Price Escalation Factor), Export Development Canada (EDC)/অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ, সুদের হার কমানো ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকরভাবে Nagotiation করবে;

(গ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৪ ০০.০০০০.০০৬.০১৪.১১.২০১৬-৫৫৫—"দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ সিংগেল লাইন রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার সেকশনে রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০০৬.০১৪.১১.২০১৬-৮৬, তাং ১৭-০৮-২০১৬ এর আলোকে প্রকল্পের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে কমিটিসমূহ গঠন করা হলো :

ক) **যৌথ তদন্ত কমিটি :—(Joint verification Committee-JVC)**

ক-১। **গঠন :**

১। উপপরিচালক- রিসেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে - আহ্বায়ক
২। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য
৩। এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO - সদস্য-সচিব

ক-২। **কর্মপরিধি :**

১। পুনর্বাসন প্রণয়ন কালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত NGO কর্তৃক আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক হালনাগাদ বাজেট নির্ধারণ সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উথলিদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট নির্ধারণ। এ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পেশকরণ।

৪। দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথানিয়মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট দাখিল করা।

খ)-**সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (Property Valuation Advisory Committee-PAVC)**

খ-১। গঠন :

১। উপপরিচালক-বাংলাদেশ রেলওয়ে - আহ্বায়ক

২। উপজেলা চেয়ারম্যান বা মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ - সদস্য

৩। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা - সদস্য

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি/প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা - সদস্য

৫। এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO, সংশ্লিষ্ট জেলা - সদস্য-সচিব

খ-২। কর্মপরিধি :

১। ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে বর্তমান বাজার দরে নির্ধারণ করা। প্রস্তুতকৃত সম্পদের মূল্য তালিকায় স্বাক্ষর করা।

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের নিজস্ব জমি বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী উথলি ও রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে বর্তমান বাজার দরে নির্ধারণ করা। সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সম্পদের মূল্য তালিকায় স্বাক্ষর করা।

৩। বাস্তবায়নকারী এনজিও'র প্রতিনিধি PVAC কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরিপ পরিচালনা করবে এবং তার ফলাফল উপস্থাপন করে সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর নিবে।

৪। PVAC উপরের কাজগুলি সম্পাদনপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট এবং রিপোর্ট জমা প্রদান করবে।

গ)-**অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievances Redress Committee-GRC)**

গ-১। গঠন (স্থানীয় পর্যায়ে) :

১। উপপরিচালক, পুনর্বাসন অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে - আহ্বায়ক

২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদ এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি - সদস্য

৪। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি - সদস্য

৫। এলাকা ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী NGO - সদস্য-সচিব

গ-২। কর্মপরিধি (স্থানীয় পর্যায়ে)

নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ GRC পুনঃবিবেচনা করবে :

১। মূল ক্ষতিগ্রস্তগণের তালিকা (IOL) থেকে বাদ যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগ।

২। ক্ষতি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ।

৩। ক্ষতিপূরণ/সহায়তা Entitlement Matrix অনুযায়ী না হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ।

৪। মালিকানা সংক্রান্ত অভিযোগ।

৫। ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদানে বিলম্ব সংক্রান্ত অভিযোগ।

৬। যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদানে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ।

গ-৩। গঠন (প্রকল্প পর্যায়ে) :

১। প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি - আহ্বায়ক

২। রিসেটেলমেন্ট এক্সপার্ট, কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) - সদস্য

৩। টিম লীডার, বাস্তবায়নকারী NGO - সদস্য-সচিব

গ-৪। কর্মপরিধি (প্রকল্প পর্যায়ে) :

স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমিমাংসীত অভিযোগসমূহ রিভিউ, বিবেচনা এবং মীমাংসা করা।

মোঃ আলতাফ হোসেন
উপসচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-১

আদেশ

তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.২৯৭.০৫-৪৫২—যেহেতু, জনাব সৈয়দ আবু ছাইদ, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, পটিয়া, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, গাবতলী, বগুড়া)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৬-০৪-২০১৬ তারিখে একটি বিভাগীয় মামলা(বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৬) রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ১০-০৮-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২৯-০৮-২০১৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.২৯৭.০৫-৪৮১ নং আদেশে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং তদন্ত বোর্ড আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত ৩ (তিন) টি অভিযোগের মধ্যে ১ (এক) টি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশন সবিচালয়ের ০৮-০৮-২০১৭ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫. ২৯৭.০৫-৩১২ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপনি ২৯-০৮-২০১৭ তারিখের ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে আপনার অনভিজ্ঞতা উল্লেখ করে ক্ষমা প্রার্থনাসহ ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন; এবং

সেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির আওতায় লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

এক্ষণে, জনাব সৈয়দ আবু ছাইদ, উপজেলা নির্বাচন অফিসার পটিয়া, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, গাবতলী বগুড়া)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুসরণে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) দণ্ড আরোপ করা হলো।

২। আপনার বিরুদ্ধে এ সচিবালয় কর্তৃক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০১৬ নিষ্পত্তি করা হলো।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪২৪ বঃ /০৬ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩৯.৫০২.০০০০.০০৭.২২.০২৫.১২-৩১৩—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৯ নং আইন) এর ৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো।

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(গ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(ছ) অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(জ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(ঝ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর একজন সদস্য

(ঞ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

(ট) (১) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

(ঠ) (১) ড. মোঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(২) ড. রীনা রাণী সাহা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ঢাকা

(ড) (১) অধ্যাপক ডঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(২) অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(ঢ) মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১-এর ৮ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

৩। ক্রমিক নং (ট), (ঠ) ও (ড) এ মনোনীত সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৪। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক ট্রাস্টি বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। পরবর্তী প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আঃ কুদ্দুস দেওয়ান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ (অধিশাখা-১৮)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শাঃ ১৮/বঃকৃঃবিঃ-৩/৯৯/৩৩২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-কে এ বিশ্ববিদ্যায়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন :

(ক) কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ও ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

হাবিবুর রহমান
উপসচিব।

সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ কার্তিক ১৪২৪ বঃ/২৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৬.১৭.৬১৭—যেহেতু, বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামসুজ্জামান (১০৪২৬), সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন), ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ, দিনাজপুর গত ২৭-০২-২০১৭ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ১১-১০-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, তিনি গত ২৫-০২-২০১৭ তারিখে মটর বাইকে তার কর্মস্থল ফুলবাড়ী সরকারি কলেজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমসহ আঘাতপ্রাপ্ত হলে ডাক্তার তাকে ০৩ (তিন) সপ্তাহের জন্য পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে ১৯-০৩-২০১৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি তার অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ শামসুজ্জামান (১০৪২৬), সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন), ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ, দিনাজপুর এর ব্যক্তিগত শুনানী, শুনানীকালে প্রদত্ত মৌখিক জবানবন্দি, শারীরিক অসুস্থতার বিষয় ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে (২৭-০২-২০১৭ হতে ১৯-০৩-২০১৭) = ২৩ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।